সংবাদ

তারিখ ২৫ JAN 2016
পৃষ্ঠা ১, ১৬ কলাম ১

আমি কেবল অনুরোধের মাস্টর

— রাষ্ট্রপতি

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ কিশোরগঞ্জে একটি বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তার বিদ্যালয়টি সরকারিকরণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা স্বভাবসুলভ আঞ্চলিক ভাষায় বলেছেন, আমি সাতবার এমপি-এমএনএ হয়েছি। ডেপুটি স্পিকার হয়েছি, স্পিকার হয়েছি। সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা হয়েছি। আবার দল ক্ষমতায় যাওয়ায় স্পিকার হয়েছি। সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি হয়েছি। কিন্তু কোন সময় মন্ত্রী **অনুরোধের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩**

অনুরোধের : মাস্টর

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হইতে পারি নাই। আমি হইলাম অনুরোধের মাস্টর। বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের বরাদ্দের জন্য মন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ করতে পারি।

কিশোরগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যবাহী আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল রোববার বিকালে বিদ্যালয় মাঠের বিশাল প্যান্ডেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র মো. আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু, কিশোরগঞ্জ-৪ আসনে এমপি রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক, কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের এমপি আফজাল হোসেন, কিশোরগঞ্জ-২ আসনের এমপি অ্যাডভোকেট সোহরাব উদ্দিন ও জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. আনম নৌশাদ খান।

অন্যান্য বক্তা আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করলে মো. আবদুল হামিদ বলেন, এ এলাকার এমপি জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আছেন। তাঁকে নিয়ে তিনি এ ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। সবাই মিলে চেষ্টা করলে সরকারিকরণ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কিশোরগঞ্জের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা মুন্সি আজিম উদ্দিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। প্রয়াত সুদক্ষ প্রধান শিক্ষক মো. মতিউর রহমানের প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়ে তার আত্মর মাগফেরাত কামনা করেন। সেই সঙ্গে অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্বদানকারী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান।

রাষ্ট্রপতি বিপুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, কিশোরগঞ্জে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে তিনি সদর উপজেলার কৌলাই এলাকায় জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়া একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি ছাত্র জীবনের আন্দোলন-সংগ্রামের স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমি ১৯৬১ সালে মেট্রিক পাস করে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হয়ে সেই বছরই আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সামিল হই। আন্দোলনের প্রয়োজনে আমি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে এসেছি ছাত্রদের আন্দোলনে নামানোর জন্য। পাকিস্তান আমলে ফজলুল কাদের চৌধুরীর জনসভা পণ্ড করার জন্য আন্দোলন করি। জনসভা পণ্ড হয়। সেই রাতেই আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। তখন কিশোরগঞ্জসহ ময়মনসিংহের নান্দাইলের ছাত্ররাই আন্দোলন করে আমাকে মুক্ত করেন। কাজেই আমার আজকের অবস্থানে পৌছার পেছনে কিশোরগঞ্জবাসী এবং ছাত্র সমাজেরও বিশাল অবদান আছে।